সংক্ষিপ্তসার

এই গবেষণা অভিসন্দর্ভের মূল উদ্দেশ্য শৈলবালা ঘোষজায়ার কথাসাহিত্যের একটি মূল্যায়ন। এই কাজটি করতে গিয়ে চারটি অধ্যায়ে ভাগ করে দেখানো হয়েছে। সেগুলি হল- ভূমিকা, লেখিকার ব্যক্তিজীবন ও দেশ-কাল-পটভূমি, সাহিত্যকৃতির দুই ধারা, শৈলবালা ঘোষজায়ার রচনার গদ্যশৈলী, সমকালীন মেয়েদের লেখালিখির জগৎ ও শৈলবালা ঘোষজায়া, উপসংহার ও গ্রন্থপঞ্জি।

সমস্ত অধ্যায়ের আলোচনার সাপেক্ষে তখনকার সময়ে মেয়েদের শিক্ষা ও কর্মক্ষেত্রে অবস্থা কেমন তা দেখানো হয়েছে, সর্বোপরি একটা সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিমণ্ডলের বিবরণ দিয়েছি। এই সময়ের চিহ্ন তাঁর লেখায় দেখা যায়। যেখানে শিক্ষা ও সমাজের ছবি স্পষ্ট। এইভাবে শিক্ষামূলক রচনার মধ্যে মেয়েদের শিক্ষা, যুক্তিপূর্ণ কথা বলা ও সাবলম্বী হওয়া প্রভৃতি ঘটনা দেখা গেছে। এছাড়াও শিক্ষাকে বেছে নিয়ে নারী কখনও যুক্তিবাদী কখনও স্বনির্ভর। তবে স্বনির্ভর হয়েও নারীকে স্বামীর অত্যাচারের শিকার হতেও দেখা যায়। পাশাপাশি শিক্ষিত নারী লেখাকে পেশা হিসেবে বেছে নিলে তাকেও এক ঘরে করে রাখার মত ঘটনা আমরা পেয়েছি তাঁর সাহিত্যে। শিক্ষার পাশাপাশি আসে সমাজের বিভিন্ন দিক যেমন- জাতির ভিত্তিতে পেশা নির্বাচন, ধর্মগুরু স্থানীয় মানুষের সান্নিধ্যে বিপদে পড়ার মতো ঘটনা, নারী হরণ, সতীত্ব নষ্ট ও খুনের দৃশ্য, টাকা দিয়ে জমিদার শ্রেণীর মানুষের কুকর্ম চাপা পড়ে যাবার বিষয়, ইমানদারীর প্রসঙ্গ, পাপ–পূণ্য ভাবনা, সমাজে পুলিশের ভূমিকার প্রসঙ্গ প্রভৃতি দেখা যায়।

এছাড়াও গদ্যশৈলীর আলোচনায় যে সমস্ত বিষয়কে উপস্থাপনা করে দেখিয়েছি তা একেবারে অন্যরকম, সেগুলি যেভাবে সাজিয়েছি তা হল- চরিত্র অনুযায়ী ভাষা যোজনা, শব্দদ্বিত্বের ব্যবহার, মেয়েলি ভাষা ছাঁদ, সাঙ্কেতিক ভাষার ব্যবহার, প্রশ্নোত্তর চলনের গদ্য ব্যবহার, কথন, কথনকাল-কাহিনীকাল, চরিত্র ও সংলাপ, লোকগত উপাদানের ব্যবহার, সমান্তরাল বাক্যের চলন।

এই আলোচনার প্রেক্ষিতেই পটভূমি ও চরিত্রের বৈচিত্রের নিরিখে ভাষাভেদ দেখা গেছে। এছাড়াও লোকগত উপাদানের মাধ্যমে সমাজের নানান দিক উঠে আসতে দেখা গেছে। এইভাবে সময়ের ছাপ তাঁর রচনায় দেখা গেছে।

সবশেষে লেখিকার ভাবনার সাথে তাঁর সমসাময়িক লেখিকাদের ভাবনাগত ভেদকেও তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। এইভাবেই তাঁর সাহিত্যের বিশ্লেষণের মাধ্যমে অধ্যায় ভিত্তিক সমস্ত বিষয়টিকে অভিসন্দর্ভের মধ্যে দেখানোর চেষ্টা করেছি।